নেত্রকোনার গুমাই নদীতে নৌকাডুবি, ৯ লাশ উদ্ধার

নেত্রকোনার কমলাকান্দা উপজেলার গুমাই নদীতে বালুভর্তি নৌকার সঙ্গে সংঘর্ষে যাত্রীবোঝাই নৌকাডুবির ঘটনা ঘটেছে। এতে ৯ জনের মরদেহ উদ্ধার করা হলেও এখনও নিখোঁজ রয়েছেন ২৬ জন।

বুধবার বেলা ১১টার দিকে উপজেলার রাজনগর এলাকায় গুমাই নদীতে এ নৌকাডুবির ঘটনা ঘটে। তাৎক্ষণিকভাবে হতাহতদের পরিচয় জানা যায়নি।

বোড়কাপন ইউনিয়নের চেয়ারম্যান একেএম হাদিছুজ্জামান এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

তিনি জানান, ৩৫ যাত্রী নিয়ে নৌকাটি ধর্মপাশা উপজেলার মধ্যনগর থেকে নেত্রকোনার কাকড়গোনা এলাকায় যাচ্ছিল।

বেলা ১১টার দিকে উপজেলার রাজনগর এলাকায় গুমাই নদীতে বালুবাহী নৌকার সঙ্গে সংঘর্ষ ঘটলে যাত্রীবোঝাই নৌকাটি ডুবে যায়। ঘটনার পরই স্থানীয়রা ৯ জনের মরদেহ উদ্ধার করেছেন। এখনও নিখোঁজ রয়েছেন ২৬ জন।

নেত্রকোনা জেলা প্রশাসক কাজী আবদুর রহমান এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

তিনি জানান, ঘটনার পরই স্থানীয়রা ৯ জনের মরদেহ উদ্ধার করেছেন। এখনও নিখোঁজ রয়েছেন অনেকেই। জেলা ফায়ার সাভিসের ডুবুরি দলকে খবর দেয়া হয়েছে।

সূত্র- যুগান্তর

ভূমধ্যসাগরে বছরের সবচেয়ে

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[

কুষ্টিয়ায় নৌকা ডুবে মা ও ছেলের মর্মান্তিক মৃত্যু

কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে পদ্মা নদীতে ডিঙি নৌকা ডুবে মা-ছেলের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। ৫ আগস্ট বুধবার বিকাল সাড়ে ৩টার দিকে উপজেলার রামকৃষ্ণপুর ইউনিয়নের সোনাতলা সাহেবনগর এলাকায় বন্যার পানিতে ডিঙি নৌকা ডুবে মা সেলিনা খাতুন (৩০) ও তার ছেলে সিয়াম
(১১) এর মৃত্যু হয়েছে।

এ সময় সেলিনার বাবা রসুল মন্ডল (৬২) ও সেলিনার ছোট ছেলে সাগর
(৯) সাঁতরিয়ে প্রাণে বেঁচে যান।

রামকৃষ্ণপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান সিরাজ মন্ডল জানান, ছোট ডিঙি নৌকায় চড়ে ৪জন পদ্মার চরের তালতলা ঘাট থেকে সোনাতলা সাহেবনগর এলাকা যাওয়ার সময় সাহেবনগরের নিকট মহাবুল বিশ্বাসের বাগানের কাছে ডিঙি নৌকাটি উল্টে পানিতে ডুবে যায়।

এ সময় রসুল মন্ডল ও সাগর সাতরিয়ে কিনারে উঠলেও পানিতে ডুবে মারা যায় সেলিনা খাতুন ও তার ছেলে সিয়াম। পরে স্থানীয়রা তাদের লাশ উদ্ধার করে।

পদ্মা নদীতে বন্যার পানি বৃদ্ধি পাওয়ায় চরাঞ্চলের বিভিন্ন এলাকা পানিবন্দী হয়ে পড়েছে। ফলে চরাঞ্চলের মানুষের যোগাযোগের মাধ্যম এখন ডিঙি নৌকা। ডিঙি নৌকায় চড়ে পারাপারের সময় এ দুর্ঘটনা ঘটে।